তারিখ ... 07 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮ ...

সরকারি কলেজে পদায়ন

কোথাও অতিরিক্ত শিক্ষক কোথাও আবার সংকট

■ সাব্বির নেওয়াজ

দেশের ৩১৬টি সরকারি কলেজের মধ্যে বেশিরভাগ কলেজেই শিক্ষক পদায়ন নিয়ে চরম ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো কলেজে তীব্র শিক্ষক সংকট, অন্যদিকে কোথাও আবার অতিরিক্ত শিক্ষকের ভারে ন্যুব্জ কলেজ প্রশাসন। আবার দেখা গেছে, একই কলেজে কোনো কোনো বিভাগে অতিরিক্ত শিক্ষকের ছড়াছড়ি, আবার কোনো কোনো বিভাগে বাইরে থেকে ভাড়া করে আনা শিক্ষক দিয়ে অনার্স ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। এমনই পরিস্থিতির মধ্যে চলছে অধিকাংশ সরকারি কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম।

দেখা গেছে, রাজধানী ঢাকা, বেশিরভাগ জেলা সদর ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকা উপজেলা সদরের সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক বেশি। বিপরীতে দূরবর্তী জেলা ও উপজেলা সদর এবং দুর্গম যাতায়াত স্থলগুলোতে কলেজের শিক্ষক পদ শূন্য। শিক্ষকরা এসব কলেজে যেতে চান না। কাউকে সেখানে পদায়ন করা হলেও সেই আদেশ বাতিল করাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশের সরকারি কলেজগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম বিদ্যমান শিক্ষক দিয়ে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। একদিকে শূন্য পদ, অন্যদিকে সংযুক্তির মাধ্যমে মহানগরীর কলেজগুলোতে শিক্ষকদের থাকার প্রবণতা শিক্ষা কার্যক্রমকে করেছে আরও গতিহীন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে অচলাবস্থা।

দীর্ঘদিন ধরে সরকারি কলেজ শিক্ষা কার্যক্রমে এ অবস্থা থেকে উত্তোরণ চান অধ্যক্ষরাও। তাদের বক্তব্য, এভাবে আর চলছে না। জোড়াতালি দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা কতদিন চলবে। দীর্ঘদিন একই অবস্থা চলার কারণে কলেজে শিক্ষার মান নিম্নমুখী হয়ে পড়ছে।

অধ্যক্ষদের এ দাবির সঙ্গে একমত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরও (মাউশি)। এ কারণে শূন্য পদ পূরণ, সংযুক্তি বাতিলের পাশাপাশি বিদ্যমান শিক্ষকের সঙ্গে আরও সাড়ে ১২ হাজার শিক্ষক চেয়েছে তারা। গত সপ্তাহে এমন একটি প্রস্তাব মাউশি থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

মাউশি সূত্র জানায়, সারাদেশে ৩১৬টি সরকারি কলেজ রয়েছে। এসব কলেজে মোট পদ সংখ্যা ১৫ হাজার ৭৮টি। আবার এর মধ্যে শূন্য আছে প্রায় চার হাজার শিক্ষকের পদ। অন্যদিকে সংযুক্তির মাধ্যমে শহরের কলেজগুলোতে বেশিরভাগ শিক্ষক অবস্থান করায় গ্রামের কলেজগুলোতে শিক্ষক সংকট আরও বেশি করে তৈরি হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলোর সূত্র জানিয়েছে, দেশের কলেজগুলোর বিদ্যমান অধ্যাপকদের অর্ধেক পদই শূন্য। ৫১৬টি পদের মধ্যে শূন্য ২১৬টি। এছাড়া সহযোগী অধ্যাপক ৯৯টি, সহকারী অধ্যাপক ৩৩৭টি এবং প্রভাষকের ৩ হাজার ১১৪টি পদ শূন্য রয়েছে। কয়েক যুগ ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

কোথাও অতিরিক্ত শিক্ষক

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

আগে, বর্তমান জনবল কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছিল ডিগ্রি কলেজগুলোর জন্য। এখন অনার্স ও মাস্টার্স কলেজগুলোতে সেই একই জনবল দিয়ে চলছে। তাই স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য আরও শিক্ষক প্রয়োজন। তাই নতুন কাঠামো তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

নতুন প্রস্তাবনায় আরও ১ হাজার ৩৯৭টি অধ্যাপকের পদ চাওয়া হয়েছে। সহযোগী অধ্যাপকের ৩ হাজার ২১০টি পদের সঙ্গে আরও ৩ হাজার ৩৭৩টি, সহকারী অধ্যাপকের ৪ হাজার ২৮৫টি পদের সঙ্গে আরও ৪ হাজার ২৯৩টি নতুন পদ চাওয়া হয়েছে। বর্তমানে সরকারি কলেজগুলোতে ৮ হাজার ৬২টি প্রভাষকের পদ রয়েছে। মাউশির প্রস্তাবে চাওয়া হয়েছে আরও ৩ হাজার ৫০৩টি পদ।

মাউশি সূত্র জানিয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। তাদের বিপরীতে শিক্ষক সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। অন্যদিকে রাজধানীর তিতুমীর কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫৫ হাজার। এর বিপরীতে শিক্ষক সংখ্যা মাত্র ১৭১ জন। এরমধ্যে আবার ৩৭টি পদ শূন্য। ৭০ জন প্রভাষকের ৩৪টি পদ, ৫০ জন সহকারী অধ্যাপকের দুটি পদ, ১৮টি অধ্যাপক পদের মধ্যে একটি পদ শূন্য। কিন্তু সংযুক্তির মাধ্যমে এই কলেজে ৮৪ জন শিক্ষক আনা হয়েছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনার আলোকে এ কলেজের এক-তৃতীয়াংশ সংযুক্তি বাতিল করা হয়।

সূত্র জানিয়েছে, ছাত্র সংখ্যা বেশি হওয়ার সুযোগে এ কলেজগুলোতে শিক্ষক সংযুক্তির মাধ্যমে আনা হয়েছে। এ কারণে গ্রামের কলেজগুলোতে আরও শিক্ষক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। সাধারণ শিক্ষকরা বলছেন, সংযুক্তি দেওয়া বা বাতিল করা কোনো সমাধান নয়। শূন্য পদ পূরণ এবং আরও নতুন পদ তৈরি করতে হবে। একই সঙ্গে সংযুক্তিও বাতিল করতে হবে। সব পদে শিক্ষক থাকলে সংযুক্তিরও প্রয়োজন হবে না। সূত্র জানিয়েছে, ঢাকা কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার আর শিক্ষকের পদ ২০০টি। এরমধ্যে আবার ৩৫টি পদ শূন্য। তবে সংযুক্তি নিয়ে আছে ৬৭ জন শিক্ষক। ইডেন মহিলা কলেজে শিক্ষার্থী প্রায় ৪০ হাজার। শিক্ষকের পদ ২১৬টি। শূন্য রয়েছে ৩০টি পদ। তবে সংযুক্তি নিয়ে রয়েছেন ৭৫ জন শিক্ষক। মিরপুর বাঙলা কলেজে শিক্ষার্থী প্রায় ৩০ হাজার। শিক্ষকের পদ ১১৪টি, এরমধ্যে শূন্য রয়েছে ১৯টি পদ। তবে সংযুক্তি নিয়ে এই কলেজে রয়েছেন ৫৬ জন শিক্ষক। এছাড়া সরকারি বিজ্ঞান কলেজে ২৪, কবি নজরুল সরকারি কলেজে ৩৬, বদরুন্নেছা সরকারি কলেজে ২৫ ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে ১৫ জন শিক্ষক সংযুক্তি নিয়ে রয়েছেন। দেশের কলেজগুলোতে মোট সংযুক্তি নিয়ে থাকা শিক্ষকের সংখ্যা ১ হাজার ১৭০ জন।